দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
16 MAR 1989

তারিখ 16 MAR 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

04

শিক্ষাঙ্গন

কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব

শিক্ষার লক্ষ্য শুধু জ্ঞানার্জন নয়। শিক্ষা লাভ করতে হলে জ্ঞানার্জন দরকার, এটা সত্য কথা। কিন্তু কেবল বহু বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য বা খবর সংগ্রহ করে মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করলেই একজনকে শিক্ষিত বলা যায় না, কেবল জ্ঞানের ভাণ্ডার হলেই একজনকে প্রকৃত শিক্ষিত বলা যায় না। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে একথা বলতে হয় যে— সকল সময়ে, সকল সমাজে শিক্ষার লক্ষ্য একই ছিল না। আজও দেশ-বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নানারকম মিল থাকা সত্ত্বেও নীতিবিষয়ক গরমিল প্রচুর দেখা যায়। পূর্বকালে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে আধ্যাত্মিক উন্নতিকে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বলা যায় না। রাষ্ট্রের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করে কর্তব্যপরায়ণ সুনাগরিক তৈরী করাকে এখন বহু দেশই শিক্ষার একটি বড় লক্ষ্য বলে মনে করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষাকে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপায় বলে মনে করা হয়। জাতি গঠন ও জাতীয় উন্নতি শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। প্রতিটি লোককে ব্যক্তি হিসেবে, নাগরিক হিসেবে, কর্মী ও দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে কর্মমুখী করতে হবে, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাপর্ব শেষে লেখাপড়ার সুফলকে উৎপাদনমুখী কাজে লাগাতে পারে। এখন প্রশ্ন থেকে যায়— আমরা কেমন করে এ প্রক্রিয়া চালু করব। এর উত্তরে প্রথমেই বলতে হয় যে, উচ্চতর সাধারণ শিক্ষার জন্য সবাইকে ব্যাপৃত রাখার কোন অর্থই হয় না। কেবল মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীর জন্যই উচ্চতর শিক্ষার দ্বার খোলা রাখা উচিত। একটা স্তর পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা সকলেই লাভ করুক, তার পর ভিন্ন ভিন্ন কর্মমুখী শিক্ষার দিকে ছাত্ররা এগিয়ে যাক, আর কেবল পুরুষের জন্য নয়, নারীদের জন্যও নানারকম বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত।

বর্তমানে বৃত্তিশিক্ষা বলতে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রকর্ম শিক্ষাই বুঝায়। দর্জির কাজ, ছাপাখানার কাজ, কাঠমিস্ত্রীর কাজ, বই-বাঁধাইয়ের কাজ, ছোট-খাটো ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং— সবকিছুই বৃত্তিশিক্ষার অঙ্গীভূত। সুখের বিষয়, আজকাল আমাদের ছাত্রদের বৃত্তিমূলক বা কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কেবল আগ্রহ থাকলেই হবে না, দেশের সর্বত্র বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ও স্থাপন করতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং, যেসব কারিগরি বা কর্মমুখী শিক্ষা কৃষির উপর নির্ভরশীল সেসব শিক্ষা প্রসারের জন্য স্কুল-কলেজ স্থাপন করা দরকার। দক্ষ কৃষিকর্মী তৈরী করাই হবে এসব শিক্ষায়তনের প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব। এদেশের অনেক বদান্য ব্যক্তি সাধারণ শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ স্থাপন করতে অকাতরে অর্থ দান করে থাকেন। কিন্তু কর্মমুখী শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি তাঁরা উদাসীন। এদিকে বাংলাদেশ সরকারেরও বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। কৃষির পাশাপাশি থাকবে অন্যান্য ট্রেড যেমন— কুটির শিল্প, হাঁস-মুরগী পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়েলডিং, রেডিও-টিভি মেকানিকস, ডিজেল মেকানিক, অটো মেকানিক, ড্রাইভিং, ফিটার, কার্পেন্টার, লেদ মেশিন অপারেটর ইত্যাদি। কেবল কুটির শিল্প ও হাঁস-মুরগী পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কোর্সে মেয়েদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে, যাতে অধিক সংখ্যক মহিলাকে পেশাগত শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করা যায়।

সারাদেশে যদি আমরা হাজার হাজার দক্ষ কৃষিকর্মী তৈরী করে সাধারণ কৃষকদের মধ্যে ছেড়ে দিতে পারি তাহলে একদিকে যেমন অগণিত যুবক গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে তেমনি গ্রামগুলো ধীরে ধীরে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর হয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে মজবুত করতে পারবে। আমাদের শিক্ষানীতিতে কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে, বেকার সমস্যার সমাধান করে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হবে। আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে কৃষি, শিল্প, কারিগরি ও ব্যবসায়ী শিক্ষার সুব্যবস্থা যদি না থাকে তবে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারবে না এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রতি পদে পদে তাদের ব্যর্থতা ও পরাজয় আসবে। তাই জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করার শক্তি-সামর্থ্য যাতে আমাদের শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে সেজন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। বিদ্যালয় ত্যাগ করার পর তারা যাতে সমাজে স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

—অধ্যাপক কে, এম, হাবিবুল্লাহ